গাংনীর শালদাহ গ্রামের দুই কিলোমিটার কাচা রাস্তা পাকা করনের দাবী স্থানীয়দের

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শালদাহ বিলপাড়ার দুই কিলোমিটার কাচা রাস্তার বেহাল অবস্থা। অল্প বৃষ্টিতেই কাদা হয়ে যায় রাস্তায়। ফলে গ্রামবাসিদের জনগুরুত্বপুর্ণ রাস্তাটি হাটু কাদায় মানুষ চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়ে। দির্ঘদিনের জনভোগান্তির কাচা রাস্তাটি পাকা করনের জন্য বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ করেও কোন সুরাহা পাইনি স্থানীয়রা। গ্রামের মধ্যে এই কাচা রাস্তাটি দ্রত পাকা করনের জন্য সংশ্লিষ্টদেও কাছে আবেদন করেছেন এলাকাবাসি।

শালদাহ গ্রামের রজব আলী জানান,শালদাহ গ্রামের বিলপাড়ার মধ্যবর্তী দুই কিলোমিটার কাচা রাস্তাটি অল্প বৃষ্টি হলেই হাটু কাদায় পরিনত হয়। কাদা হওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে মানুষ মসজিদে নামাজের জন্য যেতে পারেনা। উক্ত রাস্তা দিয়েই কোমলমতি শিশুরা প্রাইমারি স্কুলে যাতায়াত করে। কাদাযুক্ত রাস্তার কারনে অনেকেই পিছলে পড়ে যায়। গ্রামের নওশাদ আলী জানান,মাত্র দুই কিলোমিটার কাচা রাস্তার কারনে গ্রামের মানুষ চলাচলে নানা ভোগন্তিতে পড়ে। স্থানীয় চেয়ারম্রান মেম্বারদের বিষয়টি বারবার জানানো হলেও কাচা রাস্তাটি আজ অবদি পাকা করনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

শালদাহ গ্রামের লাল্টু ও মন্টু জানান, আশপাশের এলাকায় অনেক উন্নয়ন হলেও আমাদেও গ্রামে তেমন উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। নির্বাচন এগিয়ে আসলে চেয়াম্যান ও ওমম্বার প্রার্থীরা রাস্তাটি পাকা করনের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচন শেষ হলেই রাস্তাটির কথা সকলেই ভুলে যান। দুই কিলোমিটার কাচা রাস্তাটি পাকা করনের জন্য উপজেলা এলজিইডির দৃষ্টি কামনা করেন তারা।

রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করনের কোন সুযোগ নেই। সুযোগ থাকলে অনেক আগেই জন দুর্ভোগের বিষয়টি মাথায় রেখে পাকা করনের উদ্যোগ নেয়া হতো। বিষয়টি উপজেলা এলজিইডির হস্তক্ষেপ কামনা করেন এই জনপ্রতিনিধি।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ জানান, রাস্তাটি সম্পর্কে আমাকে কেউ অবহিত করেনি। তবে আপনাদের মাধ্যমে অবগত হলাম। বিষয়টি নজরে এসেছে। পাকা করনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম পৃথ অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চুরির অভিযোগে ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ও জিআর মামলায় ৪ জন আসামি রয়েছে।
আজ রবিবার (২৩ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পাগল সেজে বাস চুরির অপচেষ্টা, হেলপারের দূরদর্শিতায় উদ্ধার

পাগল সেজে দূরপাল্লার পরিবহন বাস চুরি করতে গিয়ে ধরা খেলেন আবু মুসা (৩০) নামের এক ব্যক্তি। আটক আবু মুসা ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার মালগ্রামের আবু বক্করের ছেলে।

শনিবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে মেহেরপুর শহরের কলেজমোড় এলাকা থেকে জে আর পরিবহনের একটি বাস যার নং (ঢাকা মেট্রো ব ১৪-৭১৯৯) বাস চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এসময় ওই বাসের হেলপার রাজু মোটরসাইকেল নিয়ে তাড়া করে। অবশেষে আমঝুপি এআরবি কলেজের সামনে গিয়ে বাস ও চোর আবু মুসাকে আটক করে। পরে সেখান থেকে বাসটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

এসময় খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে চোর আবু মুসাকে থানায় নেন।

গাড়ির হেলপার রাজু বলেন, গাড়িটি কলেজ মোড়ে দাড় করিয়ে আমি আর চালক সাগর মিয়া একটি হোটেলে পরোটা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বাসটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পরে আমরা মোটরসাইকেলযোগে তাড়া করি। এক পর্যায়ে এআরবি কলেজের সামনে গিয়ে ধরে ফেলি। পরে তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল হক বলেন, রাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে আবু মুসাকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত জেআর পরিবহনের পক্ষ থেকে কোনো মামলা দেওয়া হয়নি। মামলা না দিলে অন্য মামলায় তাকে চালান দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আবু মুসা পাগল বেশে কিছুদিন মেহেরপুর বাস স্ট্যান্ডে ঘোরাঘুরি করছিল। সুযোগ বুঝে জেআর পরিবহনের ওই বাসটি চুরি করে পালাচ্ছিল। বাস চুরি করার অপচেষ্টার বিষয়টি এখন মেহেরপুর শহরের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বেতাই না মুজিবনগর; কোনটা সঠিক?

একটি ছবি। কিন্তু দুটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন্ন স্থানের ক্যাপশন। দুটি ক্যাপশনই মুক্তিযুদ্ধের গৌরাবান্বিত ইতিহাস বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একই ছবি কিভাবে দুটি ইতিহাস তৈরি করে? আমাদের মত পাঠকদের মনেও হয়তো প্রশ্ন তৈরি হবে কোনটি সঠিক? বেতাই না

কী মুজিবনগর।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ) ‘ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন’ স্মারক সংখ্যা ও কলেজে অধ্যক্ষর কক্ষের ডিসপ্লে বোর্ডে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে। মাসুদ রেজা মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভুগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

স্মারক সংখ্যার কোথাও মরহুম ছহিউদ্দিনকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বা জড়িত থাকার তথ্য না থাকলেও সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণীতে মরহুম ছহিউদ্দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেতাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পতাকা উত্তোলন করছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম সেখানে পতাকাকে সালাম জানাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন। ওই একই ছবি মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে নোটিশ বোর্ডে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২২ সালের মার্চ প্রকাশিত ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) নামের একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা ও কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন কর্ণার পর্যবেক্ষণ করলে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি উঠে আসে।



স্মারক সংখ্যা থেকে জানা গেছে, সংখ্যাটি একটি গবেষণা সংকলণ। ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহি উদ্দীন (স্বাধীনতা

পদকপ্রাপ্ত)” নামকরণের সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন ছহি উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা। সংখ্যাটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি’র “কিছু কথা” এবং মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণী ছাপানো হয়েছে। স্মারকসংখ্যায় তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলে ২২টি নাম। তার মধ্যে সালাউদ্দিন দুলক, (সাবেক সরকারি কর্মকর্তা) ভূগোল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, আব্দুল হামিদ রায়হান রুপান্তর কুষ্টিয়া, জীবনের জয়রথ, তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী এবং ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলাম।

সংকলণে প্রায় পঞ্চাশটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলো দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা), বাংলার বাণী, জয়বাংলা মুজিবনগর, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আযাদ ও দি পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকাগুলো থেকে।

যে ছবিটি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে, সেটি হলো, “মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে বেতাইয়ে পতাকা উত্তোলন করছেন হুইফ আমির উল ইসলাম এবং সালাম দিচ্ছেন মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন ও অন্যান্য এমএনএ/ এমপিগণ” এই ক্যাপশন সংবালিত একটি ছবি। যেটি সংকলণের চব্বিশ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।



আবার এই ছবিটিই ক্যাপশন বদলিয়ে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের রুমে ডিসপ্লে বোর্ডে সাটানো হয়েছে।বোর্ডের একাংশে লেখা “ইতিহাস পরিক্রমায় ছহি উদ্দিন বিশ্বাস”। তার নিচে দেওয়া

রয়েছে ৬টি ছবি। বোর্ডের অপরাংশে লেখা আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছহিউদ্দিন বিশ^◌াস এর জীবনতরী। বোর্ডে দেওয়া ছয়টি ছবির মধ্যে (বাম থেকে) দ্বিতীয় ছবিটি ক্যাপশন বদলানো সেই ছবি। ক্যাপশনে লেখা আছে “শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়”। একই ছবি ভারতের বেতাই ক্যাম্পের আবার প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের। এটি পরিকল্পিত বিকিৃত বলে মনে করেছেন অনেকেই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ইতিহাস বিকৃতি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকটাই অবাক হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আমি এই সংকলণ বা আমার রুমের ডিসপ্লে বোর্ডের ছবি বা লেখা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। ৫২ পৃষ্ঠার সংকলনটির কোনো একটি স্থানেও আমার কোনো নাম নেই। এটি সম্পাদনা করেছেন, কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। তাদেরকে আপনি কোনটি ঠিক বলে উত্তর দেবেন এবং এটি ইতিহাস বিকৃতি কিনা এমন প্রশ্নে অধ্যক্ষ একরামুল আযীম কোনো কথা বলতে সম্মত হননি।



ইতিহাসের পাতা থেকে জানা গেছে, মরহুম ছহিউদ্দিন পঞ্চাশ দশকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হিসেবে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করেন। ষাটের দশকে মেহেরপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯ হতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমৃত্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। তিনি ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে মেহেরপুর-মুজিবনগর আসনের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত

হয়েছিলেন। একজন অনুকরণীয় রাজনীতিককে নিয়ে এধরনের পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতি কি খুব জরুরী ছিল ? ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উনার অনুপস্থিতি কি উনার অর্জন বা রাজনৈতিক জীবনকে খাঁটো করে? তাহলে কেনো একটি ছবির ক্যাপশন পাল্টিয়ে মরহুম ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখানো হলো?

সংকলনটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি স্মারকসংখ্যার কিছু কথা শিরোনামে তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন, কিংবদন্তিতুল্য অনুকরণযোগ্য এক মহান রাজনীতিক হিসেবে। কোথাও তিনি ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে তার বাবার উপস্থিতির কথা লেখেন নায়। অতিউৎসাহি হয়ে এ ধরনের একটি বিকৃত ইতিহাস কেনো জন্ম দেওয়া হলো এনিয়ে একটি তদন্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী ও সংগঠক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কক্ষে বিকৃত ইতিহাস প্রকাশ করার ফলে শিক্ষার্থী ভুল ইতিহাস শিখবে। একই সঙ্গে ম্যাগাজিনে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলমের বাণীতে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে তারও অনুসন্ধান করে ম্যাগাজিনের সংশোধনী সংস্করণ বের করার দাবী জানান তারা।

মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিলের কোরআন তেলোয়াতকারী বাকের আলী বলেন, ৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, একটি ছবির ক্যাপশন বদল করে তাকে উপস্থিত দেখানো ঠিক হয়নি। এটি ইতিহাস বিকৃতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আচরণ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, একটি স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। অথচ, এই স্মরণিকাটি মাত্র একজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেকারনে, মারাত্বক একটি অপরাধও সংগঠিত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) এম এ মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুল ইসলাম তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জাতীর শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি একটি জঘন্য অপরাধ। সে যেই হোক ইতিহাস বিকৃতিকারির বিচার হওয়া উচিত।

তৎকালিন বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন

মন্ডল (যিনি ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিকতার প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিলেন) বলেন, আমি অনেকবার বলেছি, মেহেরপুরের কোনো নেতাই সেদিন মুজিবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও যারা এধরনের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা মোমিন চৌধুরীর ভিডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিনের সংগ্রহে আছে। তিনিও মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ইতিহাস বিকৃতি খুবই লজ্জাজনক, শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি হবে। মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অনুষ্ঠানে ছিলেন না (প্রিন্ট ভার্সনে ছাপাজনিত ভুলের কারণে ‘না’ শব্দটি বাদ গিয়েছে)। তাঁকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করা মানে তাঁকেই খাটো করা হয়েছে।

তবে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজার সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে কথা বলার জন্য বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি ফোন ব্যাকও করেননি।

মেহেরপুর জেলা আ’লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি সভায় কেন্দ্র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা নিজ নিজ নাম ও পদবী বলে পরিচিতি সভায় সকলের সাথে পরিচিত হন। পরিচিতি শেষে এক রুদ্ধ দ্বার বৈঠক হয় । তবে এই পরিচিতি সভায় ৭৫ সদস্যের জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি ও ২২ সদস্যের উপদেষ্টা মন্ডলীর বেশ কিছু হেভিওয়েট নেতা অনুপস্থিত

ছিলেন। দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে অনুপস্থিত নেতাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থতা জনিত কারণে উপস্থিত হতে পারেন নাই।

পরিচিতি পর্বের শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে তার বক্তব্যের ছন্দপতন ঘটে। পরে নবগঠিত জেলা কমিটির সদস্যদের এক রুদ্ধ দ্বার বৈঠক হয়।

তবে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে দীর্ঘদিন ধরে চলমান দলীয় কোন্দল সমাধানের অগ্রগতি নিয়ে কমিটির কোন সদস্যই বক্তব্য প্রদান করতে রাজি হয়নি।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের ১৩ মাস পর গত ২৩ জুন জন্য মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিসহ ২২ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের হাসপাতাল পরিদর্শন

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ আজিজুল ইসলামের কার্যালয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনা ও কুশলাদি বিনিময় করেছেন।

আজ শনিবার দুপুর দুইটার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা কুশলাদি বিনিময় এবং মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সমসাময়িক ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

পরে সন্ধ্যায় হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ মানুষের খোঁজ খবর নেন ও ডিউটিরত ড. শোভন মল্লিক এবং ড. আশিকুজ্জামান সাথে হাসপাতালে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।

এইসময় দলীয় নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সমন্ময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২২ জুলাই) সকাল ১০ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)এর হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ঠ সমাজসেবক আব্দুর রকিবের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন মউকের নির্বাহী প্রধান ও কমিটির সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান সেলিম।

নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, জাকিয়া আক্তার আল্পনা, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির সভাপতি আজিমুল বারী মুকুল, সদর উপজেলার সভাপতি আবুল হাশেম, গাংনী উপজেলা নারী নির্যাতনের প্রতিরোধ ফোরামের সভাপতি নবীরউদ্দীন প্রমুখ।

সভার কার্যবিবরনী পাঠ করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার।

সভায় মেহেরপুর জেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ নারী ও শিশু নির্যাতনের উপর বিভিন্ন তথ্য বহুল আলোচনা করে সকল ধরনের নির্যাতিতদের পাশে থেকে এই কমিটি কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আখতার ও মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সদস্যরা।

মেহেরপুরে সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে ইমামদের ভূমিকা

শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুর পৌর ইমাম পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে ইমামদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২২ শে জুলাই) সকাল দশটায় মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর পৌর ইমাম পরিষদ এর আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পুরো ইমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শরিফুল ইসলাম সহ বিভিন্ন উলামা ও ইমামগণরা।

এ সময় বক্তারা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখে।

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান মেহেরপুরের সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকালে তিনি মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার, গৌরিনগর, পুরন্দরপুর, খানপুর, কালিতলা, দারিয়াপুর, মোনাখালি, সদর উপজেলার চকশ্যামনগর ও বামনপাড়া গ্রামে গনসংযোগ শেষ করেন। এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস প্রফেসর আব্দুল মান্নানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

পরে তিনি মেহেরপুরে নিজ বাসভবনে নেতা কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা খালেদুজ্জামান খান ডালিম, ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মির্জা গালিব উজ্জ্বল, সহ সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান সুজন, আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল মোঃ সেলিম রেজা, সাজেদুর রহমান সাজু নয়ন আহামেদ, সাইদুর ইসলাম, ইকবাল হোসেন, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রবিউল ইসলাম, আতিকুর রহমান টিপু, আব্বাস উদ্দিন, জিয়া, সুমন আহমেদ, গোলাম নবী, শফিকুর ইসলাম লিল্টু, হুমায়ূন কবির বাবু, মতিউর, আহসান হাবিব লাল মিয়া, হুমায়ূন কবির, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।